দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 APR 1992
পৃষ্ঠা 6 কলাম 7

62 7

শিক্ষাঙ্গন

অভিভাবক মহল সর্তক থাকুন

একশ্রেণীর শিক্ষক বিশেষ করে একটি বিশেষ গোষ্ঠী আমাদের প্রজন্মকে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে। তারা ক্লাসে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বাংলা, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজপাঠ পড়াতে গিয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাছে শ্রদ্ধাবরেণ্য মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটনা, মিথ্যাচার প্রচার করে বেড়ান। ছেলে-মেয়ের ফ্রি স্টাইল মাখামাখির ব্যাপারে ওদের খুবই উৎসাহিত করেন এবং বলে থাকেন, ইসলাম ধর্ম এ ব্যাপারে বাধা দেয় অথচ, ছেলে-মেয়ের প্রেম-ভালবাসা এগুলো স্বাভাবিক ব্যাপারে। পরস্পরকে জানা, বুঝা একান্ত প্রয়োজন। দুনিয়ায় সকল ধর্মই মোডিফাই হয়েছে আর ইসলাম ধর্মই রয়ে গেছে তিমিরে। তারা ক্লাসে বিশেষ বিশেষ দলের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর সুনামও গান। আবার কোন কোন ভাল চরিত্রবান ব্যক্তিবর্গকে খাটো হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য. ছেলেদের বোঝান এরাই মৌলবাদী গোষ্ঠী, এরা স্বাধীনতার দুশমন। কোমলমতি ছেলেরা এসব মুখরোচক শব্দগুলোর যে মিথ্যামিথ্যি প্রচার করা হয়, তা জানতে চেষ্টা করে না। অহেতুক তারা না জেনে, না শোনে এসব শিক্ষকদের কথায় বিশ্বাস নিয়ে তাদের প্রিয় ভাই-বন্ধু বয়োজ্যেষ্ঠ লোকদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হতে থাকে। এরা ছাতরদের কাছে সুনাম গাইতে থাকে রবীন্দ্রনাথের, শরৎ, বঙ্কিমের আর ঐপারের দাদা বাবুদের। আর বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে মুসলিম কবি-সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে। এরা ছেলেদেরকে বাসায় আহবান করে ভালো ভালো খেতে দেয় আর ফাঁকে ফাঁকে আমাদের সংস্কৃতিক আর ঐতিহ্যের শিকড় কাটতে থাকে। এদেরকে রুখতে হলে উচিত হবে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি ও অভিভাবক মহল, পিতা-মাতার এসবের ব্যাপারে ভালভাবে খোঁজ-খবর রাখা এবং এসব শিক্ষকদের সাবধান করে দেয়া; একই সাথে নিজেদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের শিক্ষা-দীক্ষা, চরিত্র গঠনের ব্যাপারে নিজেরা যথেষ্ট যত্নবান হওয়া।

—গ, সিরাজ উদ্দিন